রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ২০, ১৯৯৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৫/৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪০২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৫ (৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪০২) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

১৯৯৫ সনের ২৭ নং আইন

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র নামে একটি গ্রন্থকেন্দ্র স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।– (১) এই আইন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) 'গ্রন্থকেন্দ্র' অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র;
(খ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;
(গ) পরিচালক' অর্থ কেন্দ্রের পরিচালক;
(ঘ) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
(ঙ) 'বোর্ড' অর্থ গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনা বোর্ড;
(চ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
(ছ) 'সদস্য' অর্থ বোর্ডের সদস্য।

মূল্যঃ টাকা ২.০০

৩। গ্রন্থকেন্দ্র স্থাপন।– (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যত শীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধান অনুযায়ী 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' নামে একটি গ্রন্থকেন্দ্র স্থাপন করিবে।

(২) গ্রন্থকেন্দ্র একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধিসাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। গ্রন্থকেন্দ্রের প্রধান কার্যালয়।– গ্রন্থকেন্দ্রের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনা।– গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং গ্রন্থকেন্দ্র যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য-সম্পাদন করিতে পারিবে।

৬। পরিচালনা বোর্ড।– (১) পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ–

(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) পরিচালক, আর্কাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার;

(গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব-এর পদমর্যাদাসম্পন্ন উহার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব-এর পদমর্যাদাসম্পন্ন উহার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার একজন কর্মকর্তা;

(চ) তথ্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশনের সচিব;

(জ) পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি;

(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন বুদ্ধিজীবী, যাহাদের একজন মহিলা হইবেন;

(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন পুস্তক প্রকাশক;

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন মুদ্রাকর;

(ঠ) পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর;

(ড) সভাপতি, মুদ্রণশিল্প সমিতি;

(ঢ) পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, যিনি বোর্ডের সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) (ঝ) ও (ঞ)-এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারি হইতে দুই বৎসরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপে কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে ঃ

তবে আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৭। কেন্দ্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলী।– কেন্দ্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ–

(ক) পাঠসামগ্রীর উপর গ্রন্থপঞ্জি এবং গ্রন্থ প্রকাশ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ করা;

(খ) পাঠকবর্গের চাহিদা ও রূচি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ও তৎভিত্তিতে রিপোর্ট প্রকাশ করা;

(গ) পুস্তক প্রকাশনা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

(ঘ) জনসাধারণের মধ্যে অধিক ও ব্যাপক হারে পাঠপ্রবণতা ও আগ্রহ সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি করা;

(ঙ) চলতি ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;

(চ) পুস্তক সূচী এবং পাঠক নির্দেশিকা দেশে প্রকাশিত পুস্তকের বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করা;

(ছ) পুস্তক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধান করা এবং উক্তরূপ গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদি প্রকাশ করা;

(জ) পুস্তকের প্রতি শিশু-কিশোরদের আগ্রহ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা;

(ঝ) কেন্দ্রে গ্রন্থাগার স্থাপন করা এবং গ্রন্থাগারে অধ্যয়নের সুযোগের ব্যবস্থা করা;

(ঞ) গ্রন্থাগার সেবার উন্নযনের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা;

(ট) পুস্তক প্রকাশনা বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও বইমেলার আয়োজন ও পরিচালনা করা;

(ঠ) গ্রন্থ প্রকাশনাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশককে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(ড) শিল্প সম্মত উন্নতমানের পুস্তক মুদ্রণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ মুদ্রারকরকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(ঢ) গ্রন্থ প্রকাশনা সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ণ) উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো কাজ করা।

৮। বোর্ডের সভা।– (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে বোর্ড উহার সভার কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সদস্য এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনের ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। কেন্দ্রের তহবিল।– (১) কেন্দ্রের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত-অনুদান;
(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ;
(ঘ) কেন্দ্রের সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ;
(ঙ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই তহবিল, কেন্দ্রের নামে কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই তহবিল হইতে অর্থ উঠানো হইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) কেন্দ্রের এই তহবিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

১০। পরিচালক।– (১) কেন্দ্রের একজন পরিচালক থাকিবেন।

(২) পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) পরিচালক কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি
(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;
(খ) বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক কেন্দ্রের অন্যান্য কার্য-সম্পাদন করিবেন।

১১। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।– কেন্দ্র উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।– কেন্দ্র প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কেন্দ্রের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৩। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।– (১) কেন্দ্র যথাযথভবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কেন্দ্রের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্ট-এর একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কেন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ–ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কেন্দ্রের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কেন্দ্রের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৪। প্রতিবেদন।– (১) প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার সংগে সংগে কেন্দ্র উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত কেন্দ্রের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং কেন্দ্র উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।– এই আইন কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, চেয়ারম্যান, সদস্য, পরিচালক বা কেন্দ্রের অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৬। ক্ষমতা অর্পণ।– বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে চেয়ারম্যান বা অন্যকোন সদস্য বা পরিচালক বা কেন্দ্রের অন্যকোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কেন্দ্র সরকারের পূর্বানুমোদক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। **National Book Centre**-এর বিলোপ, ইত্যাদি।– (১) কেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ২৯শে জুলাই, ১৯৬০ সনের বিদ্যমান রেজ্যুলেশন No. F. 7-40/58-Unesco I, অতঃপর উক্ত রেজ্যুলেশন বলিয়া উল্লিখিত, বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) উক্ত রেজ্যুলেশন বাতিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে–

(ক) উক্ত রেজ্যুলেশন অধীন গঠিত National Book Centre অতঃপর।-উক্ত সংস্থার বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উক্ত সংস্থার সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল দাবী ও অধিকার কেন্দ্রে হস্তান্তরিত হইবে এবং কেন্দ্র উহার অধিকারী হইবে;

(গ) বিলুপ্ত হইবার পূর্বে উক্ত সংস্থার যে সকল ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব ছিল তাহা কেন্দ্রের ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব হইবে;

(ঘ) উক্ত সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কেন্দ্রে বদলী হইবেন এবং তাহারা কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ বদলীর পূর্বে তাঁহারা যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, কেন্দ্র কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে তাঁহারা কেন্দ্রের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।

আবুল কাশেম
সচিব